# জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি
# (Public Opinion and Political Culture)

**ইউনিট ১০**

জনমত এবং গণতন্ত্র প্রায় সমার্থক। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালিত হয়। তবে সে জনমত কতটা গঠনমূলক ও কার্যকরী হবে এবং সরকার তার কতটুকু গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক চর্চার ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক জনমত গ্রহণের ক্ষমতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ইউনিটে জনমত, জনমতের বৈশিষ্ট্য, বাহন ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## এই ইউনিটের পাঠসমূহ


| | |
|---|---|
| পাঠ-১০.১ ঃ জনমতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য | পাঠ-১০.৩ ঃ জনমতের গুরুত্ব |
| পাঠ-১০.২ ঃ জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ | পাঠ-১০.৪ ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য |


| | |
|---|---|
| ইউনিট সমাপ্তির সময় | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ |

## পাঠ-১০.১ জনমতের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
## (Concept and Characteristics of Public Opinion)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- জনমত কি বুঝতে পারবেন।
- জনমতের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- জনমতের বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | জনমত, সংগঠিত, যুক্তিসংগত |

### জনমত

জনমত আধুনিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে জনগণের মতামতই হল জনমত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বলতে জনগণের সমষ্টিগত, সুসংগঠিত ও যুক্তিযুক্ত মতামতকেই বুঝায়। এই জনমতের প্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। বস্তুত: সরকার ও রাজনীতির ব্যাপারে জনসাধারণের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাসই হচ্ছে জনমত। এই জনমতের নিরীখেই একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড, সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমান সময়ে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর ভাষায় "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত মতামতই হল জনমত"।

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি ও কিই (V. O. Key) বলেন- "ব্যক্তিবর্গের মতই জনমত হিসেবে গণ্য হয়। এগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়াটা সরকার যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে"।

মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) বলেন "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল"।

জনমত প্রত্যয়টির ব্যবহার প্রথম কোথায় কিভাবে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, শাসনকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নাগরিকদের জনমত থাকাটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সংগঠিত জনমত প্রথমত বিভিন্ন স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধেই গঠিত হয়েছিল। এই জনমতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করে। যেমন টি এইচ গ্রীন বলেন, "পাশবিক শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি"। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাঁ জাঁক রুশো তার বিখ্যাত গ্রন্থ, দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে জনমত শব্দটির রাজনৈতিক ব্যবহার করেন। একে তিনি সাধারণ ইচ্ছা (General Will) হিসেবে অভিহিত করেন। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণের ইচ্ছা বা মতামতের প্রকাশ। রুশোর আগে ইংরেজ দার্শনিক জন লক, পরবর্তীতে জন স্টুয়ার্ট মিল, লর্ড ব্রাইস, আর জে গেটেল, ইয়ুর্গেন হেবারমাসের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনমত শব্দটির রাজনৈতিক উৎপত্তি ও প্রয়োগ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। জনমত সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতি প্রয়োজন হয়। জনমত প্রকাশের ধরণও রাষ্ট্র ও সমাজভেদে ভিন্ন হতে পারে।

### জনমতের বৈশিষ্ট্য

উল্লেখিত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে জনমতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়।

ক. জনমত হচ্ছে কোন একটি সরকারি বা রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের সমন্বিত মতামত। বিক্ষিপ্তভাবে কোন বিষয়ের উপর যতই শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়ে মতামত দেওয়া হোক না কেন তা জনমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না।

খ. জনমতের সাথে জনকল্যাণ জড়িত। কোন একটি প্রসঙ্গে জনমঙ্গল জড়িত না থাকলে, কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনকে জনমত বলা যায় না।

গ. জনমত সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ের সুদৃঢ় ও যুক্তিনির্ভর মতামত। যেকোন বিষয়েই জনমত গঠন করা কষ্টসাধ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়, যেগুলোতে জনগণের অংশীদারিত্ব বেশি সেসব বিষয়েই জনমত গড়ে উঠতে দেখা যায়।

ঘ. জনমত সময়ের সৃষ্টি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে, কোন একটি বিষয়ে গড়ে ওঠা তার জনমত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে।

ঙ. জনমত পরিস্থিতি নির্ভর। সরকার বা রাজনৈতিক দলের কোন একটি অবস্থান বা নীতির ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটি সময়ের প্রেক্ষাপটে জনমত তৈরি হয়।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** ( নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ** | জনমত গঠনের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। |

## সার-সংক্ষেপ

জনমত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। জনমত সম্পর্কে টি এইচ গ্রীন ও জাঁ জ্যাঁক রুশোসহ অনেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। শুরুর দিকের চিন্তাবিদরা রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং টিকে থাকায় জনগণের ইচ্ছার কথা বলেছেন। আধুনিককালে জনমত উপেক্ষা করে কোন শাসক সরকার পরিচালনা করতে পারে না। এই জনমত জনকল্যাণকামী, সামষ্টিক, যৌক্তিক, সময় ও পরিস্থিতি নির্ভর একটি বিষয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে জনমত ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। জনমতের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক শাসকেরই কর্তব্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রুশো লিখিত বইয়ের নাম কি?

ক) General Will  (খ) Leviathan

(গ) The Social Contract  (ঘ) The Prince

২। "জনমত হল বিভিন্ন জনের মতামতের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক সামাজিক ফসল" - বলেছেন

ক) এইচ জে লাস্কি  খ) স্টুয়ার্ট মিল

গ) জন লক  ঘ) মরিস গিন্সবার্গ

৩। জনমতের সাথে কোনটি জড়িত?

ক) অপপ্রচার  খ) জনমঙ্গল

গ) একনায়কত্ব  ঘ) স্বৈরাচার

## পাঠ-১০.২ জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ (Means of Forming Public Opinion)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- জনমত গঠনের মাধ্যমগুলো জানতে পারবেন।
- জনমত গঠনের মাধ্যমগুলোর ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ, মত বিনিময়, প্রচার, সুশাসন |

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন ও সরকারের স্থায়ীত্ব জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনমতের জোরে ক্ষমতায় আসা দলকেও অনেক সময় জনমত বিরুদ্ধে চলে যাবার কারণে ক্ষমতা হারাতে হয়। সুষ্ঠু ও যৌক্তিক জনমত সরকারকে অর্থবহ করে তোলে অর্থাৎ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। জনমত গঠিত হবার কয়েকটি মাধ্যম নিচে আলোচনা করা হল:

### সংবাদপত্র

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ স্বরুপ। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক খবর সম্পর্কে জনগণ জানতে পারে। সরকারি কোন সিদ্ধান্তের ভালো মন্দ জেনে জনগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে পারে। সরকার ভালো কাজ করলে সংবাদপত্র জনগণের হয়ে সরকারের প্রশংসা করে, আর জনবিরোধী কার্যক্রম করলে তার প্রতিবাদ করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে উঠে। এভাবে সংবাদপত্র জনমত গঠন করে জনগণের অধিকার রক্ষা করে থাকে।

### রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র

জনমত গঠনের অন্য এক প্রকার মাধ্যম হল রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র। এসব মাধ্যমগুলো জনগণের মাঝে খবর প্রচার ও বিনোদন পরিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান আমলে জহির রায়হান, খান আতাউর রহমান প্রমুখ চিত্র পরিচালকরা পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিলেন।

### সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বর্তমানে ফেইসবুক, স্কাইপ, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত গঠনে বেশ ভূমিকা রাখে। যেকোন ঘটনা ফেইসবুক, টুইটারে মুহুর্তে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্নভাবে মানুষকে সংযুক্ত করে এই ধারাটিই এক সময় বৃহৎ জনমতে রুপান্তরিত হয়। ২০১৫ এপ্রিলে সিলেটে শিশু রাজন হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভিত্তিক জনমত সংগঠিত হতে দেখা গেছে। রাজনকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে হত্যার দৃশ্য ফেইসবুকের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার হত্যার বিচারের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। জনমতের চাপে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহন করে বলে অনেকে মনে করেন।

### সভা-সমিতি

সভা-সমিতি জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভা-সমিতিতে বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে জনগণ দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে তাদের মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় যার ভিত্তিতে একটি পর্যায়ে এসে উক্ত বিষয়ে জনমত গড়ে উঠে। আজ থেকে দেড় দশক পূর্বেও সভা-সমিতিই ছিল প্রচার ও জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে মিডিয়া সে স্থান ক্রমাগত দখল করে নিচ্ছে।

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল সচেনতা তৈরির সূতিকাগার। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের বক্তব্য থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে একটি জনমত বা নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা জন্মে।

**পরিবার**

একজন ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। এটি ব্যক্তির প্রধানতম আশ্রয়স্থল। ফলে পরিবার থেকে কোন একটি বিষয় জানলে, সে ব্যাপারে ব্যক্তির মধ্যে সহজাত বিশ্বাস জন্মে এবং তা অন্যদের সাথে বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে। এভাবে পরিবার থেকেও কোন একটি বিষয়ে জনমত গড়ে উঠে।

**রাজনৈতিক দল**

রাজনৈতিক দল প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি দিয়ে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সভা-সমাবেশ, দলীয় ইশতেহার, পোস্টার ব্যানার ফেস্টুনসহ নানা মাধ্যমে নিজস্ব বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। এর ফলে জনগণ দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। বিষয়গুলো যুক্তিসংগত মনে হলে দলটির পক্ষে জনমত গড়ে উঠে।

**আইন পরিষদ**

আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে অনেক বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যায়। সেখানে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য থেকেও জনমত গড়ে উঠে।

**সাহিত্য**

সাহিত্যও জনমত গঠনে অনেক সময় ভূমিকা পালন করে। যেমন, রুশো, ভলটেয়ার প্রমুখের লেখনী দ্বারা ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মোটকথা, জনমত গঠনের অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। কোন একটিমাত্র মাধ্যমকে কেন্দ্র করে কোন বিষয়ে জনমত গড়ে উঠতে খুব একটা দেখা যায় না। বর্তমানে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** ( নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিভাবে জনমত গঠন করতে পারে? আলোচনা করুন। |

## সার-সংক্ষেপ

জনমত প্রত্যেক শাসন ব্যবস্থায়ই গুরুত্বপূর্ণ। জনমত নানাবিধভাবে গড়ে উঠে। আধুনিককালে জনমত গঠনের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন, সাহিত্য, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত মাধ্যমের সাথে, সাম্প্রতিক সময়ে যোগ হয়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক ফেইসবুক, টুইটারসহ আরও কয়েকটি মাধ্যম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনমত গঠনের মাধ্যম হল-

i) চলচ্চিত্র ii) রেডিও টেলিভিশন
iii) সংবাদপত্র iv) ফেইসবুক

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ii খ) ii iii
গ) iii, iv ঘ ) i, ii, iii ও iv

২। নিচের কোনটি একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম?

ক) রেডিও খ) টেলিফোন
গ) ফেইসবুক ঘ) টেলিভিশন

## পাঠ-১০.৩ জনমতের গুরুত্ব
## (Importance of Public Opinion)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- জনমতের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

| মুখ্য শব্দ (Key Words) | শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, মূল্যায়ন, মানবাধিকার। |
|---|---|

### জনমতের গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জনমত উপেক্ষা করে কোন শাসন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। শাসন ব্যবস্থার ধরণ যেমনই হোক (উদাহরণস্বরূপ, সংসদীয়, রাষ্ট্রপতি শাসিত) না কেন, জনমতকে অগ্রাহ্য করে আজকের দিনে নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয়। জনমতের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র জনমতকে কোন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে তার উপর আবার গণতন্ত্রের মাত্রা নির্ভর করে। জনমতের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল-

### সরকার গঠন

আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিই সরকার গঠন করে। তাছাড়া সকল ধরনের নির্বাচন হল জনমতের প্রতিফলন। জনগণ নির্বাচনে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। তাই জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ না করলে জনমতও পাওয়া যাবে না। আর জনমতবিহীন সরকারের আইনীভিত্তি থাকলেও নৈতিক ভিত্তি থাকে না। শুধু সরকার গঠন নয়, সরকারের স্থায়িত্বও জনমতের উপর নির্ভর করে।

### জনগণকে সচেতন করা

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জনমত গড়ে উঠলে আপামর জনসাধারণ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যেমন, দেশের কোন প্রান্তে যদি এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠে, তবে তা সারাদেশের জনগণকে সজাগ হতে সাহায্য করে।

### সরকারের মূল্যায়ন

সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের ভালো মন্দ নির্ধারণ করে জনগণ। কোন একটি সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট ভালো মনে হলেও জনগণের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। একটি সু-সরকার জনমত বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনবোধে পূর্ব-গৃহীত যেকোন সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে।

### আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের বড় ভূমিকা রয়েছে। কোথাও আইন লঙ্ঘিত হলে জনগণ তার প্রতিবাদ করে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এভাবে গঠিত জনমত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহযোগিতা করে।

### মানবাধিকার রক্ষা

সাংবিধানিক ও আইনী অধিকারগুলো রক্ষায় জনমতের গুরুত্ব অনেক। সচেতন জনসমাজ মানবাধিকার ক্ষুন্ন হলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের উপর চাপ তৈরি করে। আজকের দিনে জনমত গঠন হচ্ছে মানবাধিকার রক্ষায় সরকার বা রাষ্ট্রকে মনযোগী করার প্রধান উপায়।

### সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ

সামাজিক প্রতিরোধ হল শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার। সমাজে অন্যায়-অত্যাচার এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকারের কাজ অনেক সহজ হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সরকার গঠন ও সরকারের টিকে থাকা জনমতের উপরই নির্ভর করে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** ( নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | জনমতকে কেন গুরুত্ব দেয়া উচিত? |

## সার-সংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য জনমত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিককালে জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার গঠিত হয় এবং টিকে থাকে। জনমত হচ্ছে সরকার বা একটি রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্যতার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। জনমত উপেক্ষা করে আজকের দিনে কোন সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নে উত্তর দিন

‘ক’ রাষ্ট্রে কয়েক বছর ধরে সামরিক শাসন বিদ্যমান। সামরিক শাসকরা এ সময় বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করে। এর পরিণতিতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠে। এক পর্যায়ে জনমতের চাপে সামরিক সরকার পদত্যাগ করে। ‘ক’ রাষ্ট্রে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ‘ক’ রাষ্ট্রে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়।

১। ‘ক’ রাষ্ট্রে সামরিক শাসেন বিরুদ্ধে জনমত

ক) নিশ্চুপ ছিল খ) সরব ছিল

গ) সামরিক সরকারের নিকট নতি স্বীকার করেছিল

২। ‘ক’ রাষ্ট্রে সামরিক শাসনের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোনটি?

ক) আমলাতন্ত্র খ) জনমত

গ) জাতিসংঘ ঘ) নির্বাচন

# পাঠ-১০.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
## (Concepts and Characteristics of Political Culture)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকারভেদ জানতে পারবেন।

| মুখ্য শব্দ (Key Words) | রাজনৈতিক আর্দশ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অনুভূতি, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, রাজনীতি চর্চা। |
|---|---|

### রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' একটি বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কতগুলো বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ এবং অনুশীলন যা একজন ব্যক্তির বা একটি জনসমষ্টির রাজনৈতিক আচরণকে গড়ে তোলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিকেও অন্তর্ভূক্ত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির আধুনিক ধারণাটি গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড (G. A. Almond) এবং সিডনি ভার্বা (Sydney Verba) প্রথম গঠনমূলকভাবে Civic Culture নামক গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

অ্যালমন্ড এর মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস।

সিডনি ভার্বা বলেন, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে।"

### রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ অর্থাৎ সকল উপাদানের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেমন এর জনগণের বিশ্বাস, আচার-আচরণের অনুশীলনের সমষ্টি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি তেমনি আবার জনগণের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণও করে। এসব বিবেচনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

**রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি**

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রীড়নক, সংগঠক থেকে শুরু করে সাধারণ সদস্য পর্যন্ত সকলের বিশ্বাস অর্থাৎ অনুশীলনের একটি ছবি ফুটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান নির্ধারণ করা হয়। যেমন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি সকলের অংশ থাকে, মত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা থাকে তবে তাকে উন্নত বা অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে। আর এসব সুযোগ না থাকলে তা নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবেই পরিগণিত হয়।

**মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ**

প্রত্যেকের আচার-আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধের সমষ্টিগত বহি:প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। এসব মনস্তাত্ত্বিক বিষয় পরিবর্তন সাপেক্ষে একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

**সমরূপতা ও ঐক্যমত**

সাধারণত কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমরূপতা ও ঐক্যমত্যের বহি:প্রকাশকেও সে ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যরা সে ব্যবস্থাটি সম্পর্কে যে ধরনের মনোভাব পোষণ করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সে ধরনের হয়।

**অনুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি**

রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে মানুষের অনুভূতিই আসলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

## রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকারভেদ

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিন্যাস করেছেন। গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড ও সিডনি ভার্বার মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত তিন ধরনের- (১) নিম্নমানের (Parochial) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (২) অধীন (Subjective) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (৩) অংশগ্রহণমূলক (Participatory) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

যে ব্যবস্থাতে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সম্পর্কে তেমন কোন খবরাখবর রাখেন না; রাজনীতি সম্পর্কে আদৌ উৎসাহ বোধ করেন না এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পরিবেশ থাকে না, সে ধরনের ব্যবস্থাকে নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

যে ব্যবস্থায় নাগরিকেরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ভোগ করে, সে ধরনের ব্যবস্থাতে অধীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি রয়েছে বলা যায়।

যে ব্যবস্থাতে নাগরিকেরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং এসব বিষয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, সে ধরনের ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

অ্যারন্ড লিজপহার্টের মত পন্ডিত অবশ্য রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: গণ (Mass) রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও এলিট (Elite) রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

সর্বশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থারই সার্বিক গুণের বহিঃপ্রকাশ। কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি চিরকাল এক রকম থাকে না। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলোতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঞ্চার হলে, রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান উন্নত হতে থাকে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /**শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশে কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করছে বলে আপনি মনে করেন? |

## সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আচার-আচরণ, আবেগ, মূল্যবোধ, অনুশীলনের বহি:প্রকাশ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি রাষ্ট্রের সার্বিক অবস্থা বিচার করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অ্যালমন্ড ও ভার্বা এর বই কোনটি?

ক) Grammar of Politics
খ) The Prince
গ) Democracy for the Few
ঘ) The Civic Culture

২। লিজপহার্টের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধানত কত প্রকার?

ক) এক খ) দুই

গ) তিন ঘ) চার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

সম্প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে সংসদের বাহিরে একটি সভায় বসতে দেখা গেছে। সেখানে তারা আলোচনা সাপেক্ষে একত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ কোনটি?

ক) আমেরিকা খ) ভারত

গ) বাংলাদেশ ঘ) শ্রীলংকা

৪। উদ্দীপকের কার্যক্রম কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকাশ?

ক) নিম্ন খ) মধ্যম

গ) অংশগ্রহণমূলক ঘ) কর্তৃত্বপরায়ণ

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। গ